ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২ নভেম্বর ২০১৩[১]

[১] ঈষৎ পরিমার্জিত সংস্করণ, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ (প্রথম প্রকাশ ২ নভেম্বর ২০১৩)।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ[২]

১. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব শ্রেণিভুক্ত। লেবার ফোর্স সার্ভে অনুসারে বাংলাদেশে কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা (১৫ বছরের উর্ধ্বে) বৃদ্ধি পাচ্ছে - ২০০৭ সালে ২১ লক্ষ (৪.৩%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা হয় ২৬ লক্ষ (৪.৫%)। বর্তমান সরকারের দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে পরিকল্পনার উল্লেখ ছিল। রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি' নামে সাময়িক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিটি বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব অধিদপ্তর।

১.১ গবেষণার যৌক্তিকতা

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। কর্মসূচির বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। কর্মসূচির একটি পাইলটিং হওয়ায় এটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক ধরনের মূল্যায়ন ও এ ধরনের কর্মসূচির ওপর ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাত নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা পরিচালনা করে আসছে, যার ধারাবাহিকতায় এই গবেষণাটি পরিচালিত।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়মের ধরন, ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করা; এসব সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা; এবং সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মভাতা ও আর্থিক বিষয়াদি, সুবিধাভোগীদের ভূমিকা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, কর্মসূচির অর্জন ও প্রভাব প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। পাইলট কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সবকয়টি জেলার ১৯টি উপজেলার মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১১টি উপজেলা হতে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়) কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরামর্শক, সুবিধাভোগী, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, অভিভাবক, সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণ। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, কর্মসূচি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য, কর্মসূচির বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেট, গণমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

[২] ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর ঢাকার ব্র্যাক সেন্টার ইন অডিটোরিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

২. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০০৯-১০ অর্থবছরে অনুমোদন পায়। পাইলটিং কাজের উদ্বোধন হয় ২০১০ সালে (কুড়িগ্রাম ৬ মার্চ, বরগুনায় ৬ মে, গোপালগঞ্জ ৩১ জুলাই)। এ কর্মসূচিতে পাইলটিং হিসেবে তিনটি জেলা নির্বাচন করা হয় - কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ৯০টি কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমী ও নতুন ধরনের কর্মসূচি। বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হয় যা ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মোট বরাদ্দের ০.১১%। এ কর্মসূচির অধীনে কুড়িগ্রাম, বরগুনা, গোপালগঞ্জ জেলার অনুকূলে ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট অর্থ বরাদ্দ ছিল ৮১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা (২০১০) অনুযায়ী পাইলট কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 'মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা'। পাইলট কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫৬,০৫৪ জন এবং এর মেয়াদ শেষ হয়েছে ৩১ অক্টোবর ২০১৩। পাইলট কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের ৫১.৬৫% এসএসসি, ৩৬.৮২% এইচএসসি, ৮.৯৮% স্নাতক এবং ২.৫৪% স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে শিক্ষা খাতে (৩৫.৮১%); এর পরেই রয়েছে কৃষি ও স্বাস্থ্যখাতে ১৭.৭৬%। পাইলট কর্মসূচি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রংপুর বিভাগের সাতটি জেলার আটটি উপজেলায় এটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২.১ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অর্জন

কর্মসূচির কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন চিহ্নিত করা যায়। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীদের সামাজিকভাবে সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি, যুবকদের সংঘবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, নারীর অংশগ্রহণ, নারীর বাইরে আসা ও কাজ করার মানসিকতা তৈরি, সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি, সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যুবদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় আর্থিক লেনদেন ও অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি, সুবিধাভোগীর পরিবারে অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি, অর্জিত অর্থ সমিতির মাধ্যমে কাজে লাগানো, প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে অন্য ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটানো ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, বিকল্প আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে লাগার সুযোগ সৃষ্টি, সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে প্রশিক্ষণের সুযোগ, সরকারি অফিসে প্রবেশ ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার ভীতি হ্রাসের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায়িত হয়েছে।

৩. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৩.১ কর্মসূচির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধতা

কর্মসূচির পরিকল্পনায় যুবদের সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বীকরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়। সুবিধাভোগীদের যোগ্যতা নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা ছিল, যেমন কর্মসংস্থানহীন চিহ্নিত করার জন্য করা জরিপে প্রকৃত বেকার সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা, সুবিধাভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা, এক পরিবার থেকে কতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়। কোন কোন খাতে সংযুক্তি দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা ও সংযুক্তি প্রদানের নীতিমালা না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও বাস্তবায়ন কাজের জন্য সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা ছিল না। এছাড়া শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক সংযুক্তির পরিকল্পনা না থাকা, শূন্য পদে নিয়োগ না দেওয়ায় একই কাজে সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পৃক্ত থাকা, প্রতিষ্ঠানের কাজ শেখানো ও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা না থাকা, সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকা, পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা ও স্বচ্ছতার অভাব, পরিচয়পত্র বা কার্ড না দেওয়া উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা। কর্মসূচির ধারণাপত্রে গোপালগঞ্জ জেলা না থাকলেও পাইলটিং-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যেখানে দারিদ্র্য মানচিত্র (২০০৯ অনুযায়ী) জেলা নির্বাচনের কথা বলা হলেও গোপালগঞ্জ জেলার চেয়ে দরিদ্রতর জেলা রয়েছে।

৩.২ সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

ধারণাপত্রে উল্লিখিত সুবিধাভোগীদের সংখ্যার তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয় - ধারণাপত্রে পাইলটিং-এর জন্য নির্ধারিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১,৯৮৮ জনের বিপরীতে ৫৬,০৫৪ জন অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার ফলে বাজেট বাড়াতে হয়। এছাড়া জরিপ কার্যক্রমের ত্রুটির কারণে প্রকৃত বেকার নির্ধারণ করা হয়নি। নীতিমালায় উল্লেখ না থাকার কারণে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সদস্যরা সুযোগ পায় এবং একই পরিবারের একাধিক সদস্য সুযোগ পায়। এমনকি এক পরিবার থেকে সাতজন পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছে বলে দেখা যায়; ভাতা-বাবদ শুধু এই পরিবারের জন্যই সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০,৮৫,০০০ টাকা।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচনে দায়িত্বে অবহেলা উল্লেখযোগ্য - বেকার না হয়েও অনেকে কাজ পেয়েছে, যাদের মধ্যে নিয়মিত চাকরি ছেড়ে অংশগ্রহণ, একইসাথে একাধিক চাকরি করা, অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে অংশগ্রহণ, এবং ব্যবসার পাশাপাশি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। বয়স, জেলার বাসিন্দা, শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদ দিয়ে আবেদন করা হয়েছে এবং অন্যের নাম ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করেছে। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় দলীয় বিবেচনা ও পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব কাজ করেছে। যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি করে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায় করা হয়েছে। যোগ্যতার শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অর্থ আদায় করা হয়েছে যেখানে সুবিধাভোগীদের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়েছে। এছাড়া অনিশ্চয়তা দূর করে নিশ্চিত চাকরি লাভের জন্য অর্থ প্রদান (বুকিং মানি), এবং কর্মসূচির সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানের পর আবেদন না করে পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আয়-বর্ধক ও অঞ্চলভিত্তিক মডিউলের অভাব ছিল। অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে নীতিমালা ছিল না এবং প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরিতে কর্মসূচি পরামর্শকদের সম্পৃক্ত থাকার কথা থাকলেও মডিউল তৈরির পর পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য খাতের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। বিশেষায়িত খাত যেমন জননিরাপত্তা খাতে সংযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ ছিল না। ক্লাস নেওয়া বিষয়ক নীতিমালা ছিল না, যার ফলে একজন প্রশিক্ষকের অনেকগুলো ক্লাস নেওয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক (এসএসসি থেকে স্নাতকোত্তর) প্রশিক্ষণ না থাকা, বড় গ্রুপে প্রশিক্ষণ হওয়ায় কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক না হওয়ার মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতাবিহীন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং লেকচার শিট প্রদান করা হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল তথ্য ও ধারণা প্রদান, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব, সুবিধাভোগী বেশি হওয়ায় কম্পিউটার ব্যবহার করার সুযোগ না থাকা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা।

প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে নির্ধারিত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি না নিয়ে ক্লাসে আসায় সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে না পারা, স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ বাদ দিয়ে অধিক ক্লাস নেওয়া, সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণে না থেকে শুধু স্বাক্ষর করে চলে আসা, দলীয় প্রভাবের কারণে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আনাগ্রহ প্রদর্শন, অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় বিবেচনা, কর্মসূচির জন্য লজিস্টিক ক্রয় করা সত্ত্বেও ব্যবহার না করা, অনুপস্থিত থেকেও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা পাওয়া (দলীয় বিবেচনা), উপস্থিত থাকার পরও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়া, স্বাক্ষরের সময়ের লিখিত অংকের চেয়ে কম অর্থ পাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩.৪ সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া

সুবিধাভোগীদের পছন্দনীয় (৩টি) প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি না দেওয়া, জোরপূর্বক এমন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা যে খাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি, এবং কর্মপ্রতিষ্ঠান বদলের কারণে যাতায়াতে দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব না দেওয়া প্রধান সীমাবদ্ধতা। প্রথম দিকের ব্যাচে সুযোগ পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। পছন্দনীয় জায়গায় কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মসূচি সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলেও নতুনভাবে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৫ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগীদের অনিয়মিত ভাতা প্রদান করা হয়েছে। বছরে তিনবার ও বিলম্বে বরাদ্দ আসার কারণে ব্যাংকের সুদ সঠিকভাবে আসেনি বা কম এসেছে, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে সুবিধাভোগীদের নিজের জমানো টাকার চেয়েও কম পেয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। সুনির্দিষ্ট কারও দায়িত্ব না থাকার কারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে গাফিলতি লক্ষ করা যায়। পরিদর্শন না করে

প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যকরতা ও সক্রিয়তার অভাব ছিল। পরামর্শকদের সুপারিশ ও মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। সুবিধাভোগীদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে পার্থক্য ও বৈষম্য, এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারিত না থাকায় সুবিধাভোগীদের কাজে বৈষম্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনিয়ম।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও সুশাসনের ঘাটতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারনার অভাব লক্ষ করা গেছে। সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি পর্যায়ের সমিতিতে কাজ করানো হয়। কর্মসূচির সুবিধাভোগীরা যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করে, এবং তা জানার পরও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মিত অনুপস্থিত ছিল অনেক সুবিধাভোগী। নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকার (সাতদিনের বেশি) পরও অভিযোগ না করা, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে নির্ভুল রাখা, পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না পেয়ে রিপোর্ট করলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিষয়টি গোপন রাখা হয়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিজের কাজে অবহেলা করে ও কর্মসূচির কর্মী দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। সুবিধাভোগীদের প্রতি শ্রমিক হিসেবে আচরণ করা হয় ও অসম্মান করা হয়। অনেক সুবিধাভোগী তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে অংশগ্রহণ করে, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পড়াশোনার বিষয় গোপন রাখে। বসা ও দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় সুবিধাভোগীদের বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। অনেক সুবিধাভোগী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে ও অনুপস্থিত থাকে, এবং কাজ না করেও কর্মভাতা গ্রহণ করে। কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান হিসেবে কর্মসূচিকে বিবেচনা না করে আইনত না পারলেও স্থায়ীকরণের জন্য ঘেরাও কর্মসূচি ও স্মারকলিপি দেয়। আর্থিক অনিয়মের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। একটি জেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে জমানো অর্থ কর্মকালীন সময় শেষ হওয়ার আগে সুবিধাভোগীদের উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া হয়। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি (কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ না থাকা), মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদনকৃত অফিসগুলোর তথ্য ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় কাজ ও স্থান সংকুলান না থাকার পরও সংযুক্তি প্রদান (এক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫০-২০০) লোক নিয়োগ, বাস্তবায়ন কার্যক্রমে বিভ্রান্তি (সুবিধাভোগীদের ভীতি) উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা।

কর্মসূচি সমাপ্ত হওয়ার পর সুদসহ জমানো টাকা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও সুদ না পাওয়া, ব্যাংকে কেটে রাখার নিয়ম না থাকলেও টাকা কেটে রাখা (কয়েকটি স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে কর্তন না করা), অনুপস্থিতির জন্য টাকা কেটে রাখার নিয়ম থাকলেও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে খুশি রেখে অনুপস্থিতির জন্য টাকা কর্তন বন্ধ রাখা (মাসে একবার হাজিরা দেওয়া), সুবিধাভোগীদের জন্য কারও সুপারিশ না থাকলে কর্মভাতা প্রদানে বিলম্ব, কর্মভাতার টাকা সুবিধাভোগীদের প্রদানের জন্য প্রভাবশালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তৎপরতায় আগে পাওয়া, সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়, নিয়মিত উপস্থিত থাকার পরও নির্ধারিত কর্মভাতার চেয়ে কম পাওয়া, এবং স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে।

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রিম আদায় (১০,০০০-২০,০০০ টাকা), প্রশিক্ষণের মোট ভাতা ৯০০০ থেকে কম পাওয়া (১,০০০-২,০০০ টাকা), পছন্দের প্রতিষ্ঠানে বদলির জন্য আদায় (১,০০০-২,০০০ টাকা), স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি (৫-১৫ টাকা), সুদসহ সঞ্চয়ের অর্থ ৫০০০০ থেকে কম পাওয়া (৩,০০০-৫,০০০ টাকা), পাইলটিং এলাকায় পুনরায় নতুন কার্যক্রম শুরু হবে এজন্য আদায় (১০,০০০-১৫,০০০ টাকা), বাধ্যতামূলক চাঁদা (১০০ টাকা) প্রদান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জাল কাগজপত্র ও সনদ তৈরির জন্য এবং অনিয়ম গোপন রাখার জন্য অর্থের লেনদেন হয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রলোভনে (স্থায়ী হবে, কর্মসময় বৃদ্ধি পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, বিদেশ প্রেরণ করবে) আর্থিক কর্মসূচিতে লেনদেন করে।

৩.৬ বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন

কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন পর্যালোচনায় কর্মসূচির পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, কর্মভাতা, তদারকিতে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যুব কার্যালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ গ্রহণ এবং যোগসাজশের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কর্মসূচিতে সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে সংযুক্তি প্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের কাজ না দেয়া ও কাজে না লাগানো, নিজের কাজে ফাঁকি ও অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগসাজশে অনিয়ম ও দুর্নীতি করার সুযোগ গ্রহণ করা তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া কর্মসূচিতে সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিগুলো ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ট্রেনার টিমের সদস্যদের কাজে সুষ্ঠু তদারকির অভাব ও সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা গেছে। পাশাপাশি, কমিটিগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা না করা এবং অকার্যকর সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করেছে। পরামর্শকদের কাজে তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে।

সর্বোপরি, অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে অন্যতম প্রধান অংশীজন হচ্ছে, সুবিধাভোগীরা; তারা ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার, প্রকৃত বেকার না হয়েও অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ এবং কাজ না করে কর্মভাতা নিয়েছে। এছাড়া দালাল শ্রেণি, স্থানীয় নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়মবহির্ভুতভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ, দলীয় লোক অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন জাল সনদ তৈরী ও প্রদান করে অনিয়মের সুযোগ গ্রহণ করার অভিযোগ ছিল।

৪. কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণ, ফলাফল এবং প্রভাব

কর্মসূচিতে অনিয়মের কারণগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা, অর্থ সংকট, শর্ত বা নীতিমালা লঙ্ঘন, তথ্য সরবরাহে ঘাটতি উল্লেখযোগ্য, যার ফলে এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা, সুবিধাভোগী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার, প্রশিক্ষণে অনিয়ম, অপরিকল্পিত অংশগ্রহণ, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা (কাজে না লাগানো, স্থায়ী কর্মীদের কাজ না করা, অবহেলা করা, অসম্মান দেখানো ইত্যাদি), সুবিধাভোগীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ, নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা, উপস্থিত না থেকে ও কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়া ইত্যাদি) উদ্ভব ঘটে। কর্মসূচির অনিয়মের ফলে পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে, অর্থের প্রবাহ ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজ না করে অর্থ পাওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এবং সর্বোপরি কর্মসূচির প্রত্যাশিত সাফল্য হ্রাস পেয়েছে।

৫. কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বেকারত্ব দূরীকরণে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া 'সাপ্লাই ড্রিভেন' হওয়ার কারণে নিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা লক্ষ করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়, যার ফলে সরকার পরিবর্তনে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা, সুবিধাভোগী নিয়ে সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিষয় সুস্পষ্ট না থাকা, লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করা, বাজেট স্বল্পতা, এবং অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হয়েছে। তথ্যের সরবরাহের ঘাটতির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ফলে অংশগ্রহণ ও প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে যোগসাজশ ও ক্ষেত্রবিশেষে জোরপূর্বক দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময় ঘটেছে। কর্মসূচির কিছু নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ করা যায়, যেমন কর্মসূচির ওপর সুবিধাভোগী/ পরিবারগুলোর আর্থিক নির্ভরতা তৈরি, কর্মসূচি শেষ হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির আশংকা। অর্থের সহজ প্রবাহের ফলে যৌতুক, মাদক ও ঋণগ্রস্ততার মতো কিছু সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত শিক্ষাগ্রহণ বাদ দিয়ে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঝরে পড়া, কর্মকালীন সময়ে পড়াশোনা বন্ধ রাখার মতো নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৬. সুপারিশ

ক) পরিকল্পনা সংক্রান্ত

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের পূর্বে পাইলটিং পর্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
২. সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে (আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।
৪. অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কর্মসূচির মেয়াদ-পরবর্তীকালে করণীয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে সফল, দক্ষ ও যোগ্যদের পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে যথানিয়মে নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শক পদ কর্মসূচির পূর্ণমেয়াদে রাখতে হবে।

খ) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

- **এলাকা নির্বাচন সংক্রান্ত**

৬. এলাকা নির্বাচনে দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী প্রাধান্য নির্ধারণসহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

- **সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত**
    ৭. সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রকৃত বেকারত্বের মাপকাঠি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।
    ৮. শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে না, কর্মসূচির এ শর্তসহ অন্যান্য নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।
    ৯. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সংযুক্তি প্রদান করতে হবে, যেন কর্মসূচিতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

- **আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত**
    ১০. পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে।
    ১১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাসিক ভাতা নিয়মিতভাবে মাসিকভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত ভাতা একই ভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
    ১২. আর্থিক অনিয়ম বন্ধে সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।
    ১৩. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।
    ১৪. কর্মসময় শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সঞ্চয়বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে হবে।

- **প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত**
    ১৫. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, এবং এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সময়বদ্ধ মডিউল থাকবে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের লেকচার শিট প্রদান করতে হবে।
    ১৬. প্রশিক্ষক হিসেবে টিম গঠনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যাচাই বাছাই কমিটি তৈরি করতে হবে।

- **পরামর্শক সংক্রান্ত**
    ১৭. পরামর্শকদের নিয়োগ ও কাজে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শকদের তৈরি করা প্রতিবেদনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- **অন্যান্য**
    ১৮. কর্মসূচিটি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে দুইবছর মেয়াদী একটি অস্থায়ী উদ্যোগ। 'এটি সরকারি স্থায়ী কোনো চাকরি নয়' - এটি সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে।
    ১৯. সুবিধাভোগী ও সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকল অংশীজনের ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রাপ্য অধিকার, করণীয় দায়িত্ব সম্বলিত একটি ম্যানুয়েল বুকলেট আকারে প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে।
    ২০. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাফল্য ও ব্যর্থতার সূচক নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।
    ২১. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ও উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
    ২২. সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুবিধাভোগী, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।